যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২- ২০১৩

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২- ২০১৩

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	প্রথম অধ্যায়ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০৩- ২৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩০- ৪১
৩.	তৃতীয় অধ্যায়ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৪২- ৫৬
৪.	চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	৫৭- ৬৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায়ঃ ক্রীড়া পরিদপ্তর	৬৮- ৭৩

প্রথম অধ্যায়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠন ও কার্যবণ্টন

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

Rules of Business ১৯৯৬ এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে:

1.	যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
2.	স্বেচ্ছামূলক উন্নয়নকাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
3.	যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
4.	নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থমঞ্জুরি ;
5.	যুব পুরস্কার প্রদান ;
6.	যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
7.	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
8.	বেকার যুবদের জন্য কর্মসংসহানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
9.	বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
10.	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
11.	ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
12.	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
13.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
14.	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান ;
15.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
16.	ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন ;
17.	ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ ;
18.	অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
19.	ক্রীড়াবিদদের পেনশন প্রদান ;
20.	আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ;
21.	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
22.	বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
২৩.	মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
২৪.	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
২৫.	আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের ফি ।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত ও অধস্তন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধিনিষেধ অনুযায়ী নিষ্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত । তাছাড়া, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে সচিব- এর উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/অধস্তন সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ।

এই মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য রয়েছে চারটি অধিশাখা যথা: (১) প্রশাসন (২) যুব (৩)ক্রীড়া ও (৪) পরিকল্পনা। দুইজন যুগ্ম- সচিব শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন। উক্ত চারটি অধিশাখার অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা । প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ- সচিব/উপ- প্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ২১জন প্রথম শ্রেণির, ১৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২০ জন তৃতীয় শ্রেণির ও ১৮ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী । মোট জনবল ৭৫ জন । মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংলগ্নী 'ক'- তে সংযুক্ত ।

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা

ক্রমিক	পদবি	সংখ্যা
ক	সচিব	১
খ	যুগ্ম- সচিব	২ (১টি পদ অস্থায়ী)
গ	উপ- সচিব	৫(২জন সুপারনিউমার‍্যারি)
ঘ	উপ- প্রধান	১
ঙ	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৭
চ	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪
ছ	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
জ	সহকারী প্রোগ্রামার	১
	মোট=	২২ জন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১১- ১২ ও ২০১২- ১৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড	বিবরণ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ
		২০১১- ১২	২০১১- ১২	২০১২- ১৩	২০১২- ১৩
৩৬০১	অফিসারদের বেতন	১,৪০,০০	১,২০,০০	১,৩৯,০৫	১,০৫,০০
৪৬০০	কর্মচারিদের বেতন	৩৬,০০	৩৩,০০	৩৫,০০	৩৬,৩১
৪৭০০	ভাতাদি	৯২,৭০	৯১,২০	৯৯,৭৬	৯৭,৫০
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১,১২,৭৫	৬৬,২৫	১,১৭,৯৯	১,১৮,৩৫
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৭,০০	৭,০০	৯,০০	৮,৬৪
৬৩০০	অবসরভাতা ও আনুতোষিক	৪,১০,০৫	৪,১০,০৫	৩,৫৪,৯৯	৪,১৬,০০
৬৬০০	থোক বরাদ্দ	২০,৪৪,২৫	২০,৪৪,২৫	২২,০৭,০৪	২১,৯৭,০৪
৬৮০০	অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৬,০০	৩৬,০০	৬,৭২	১৬,৭২
৭৪০০	সরকারি কর্মচারিদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	১৩,৭৫	১৩,৭৫	১৬,৩০	১৬,৩০
৩৫১৫	ক্রীড়া ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান	১১০,০০	১১০,০০	১১০,০০	১১০,০০
৩৯৭১	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার	২০,০০	৩৫,০০	৪০,০০	৪০,০০
৪৭২৯	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	২০৫,০০,০০	২৯৩,৭৩,৬৫	২২৫,৮২,১৯	২৭৬,৭৯,২১
৪১৭২	ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সিকে চাঁদা	১৮, ০০	১৮, ০০	১৮, ০০	১৮, ০০
৪২৭২	কমনওয়েলথ যুব কার্যক্রম	১৭, ০০	৩৫, ০০	৩০, ০০	৩০, ০০
	মোট	২৩৫,২৭,৫০	৩২৩,৯৩,১৫	২৫৭,৬৬,০৪	৩০৮,৮৯,০৭

উন্নয়নবাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

কোটি টাকায়

অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়/বাস্তবায়ন	বাস্তবায়ন হার
২০১১- ১২	১১৯.৩৯	১১৩.৫৬	৯৫.১১
২০১২- ১৩	২৪০.০৬	২৩৭.০৫	৯৮.৪৯

চার্টের মাধ্যমে ২০১১- ১২ ও ২০১২- ১৩ অর্থবছরের
উন্নয়নবাজেটে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

চার্ট ১

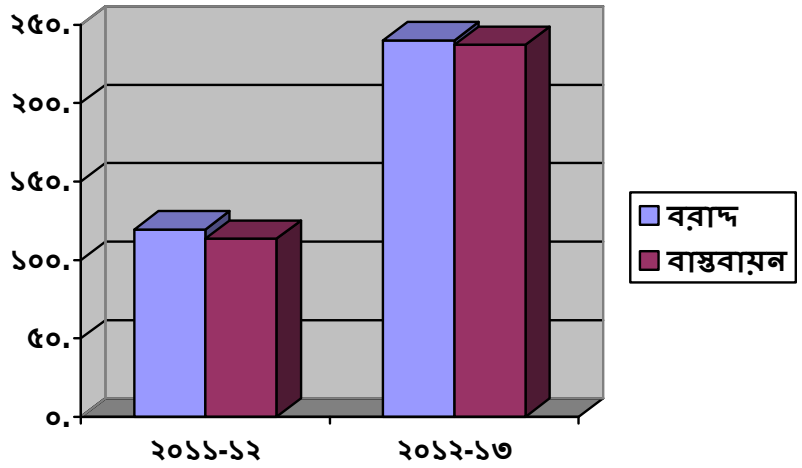

নিচের চার্টে ২০১১- ১২ ও ২০১২- ১৩ অর্থবছরে
উন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়নের শতকরা হার

চার্ট ২

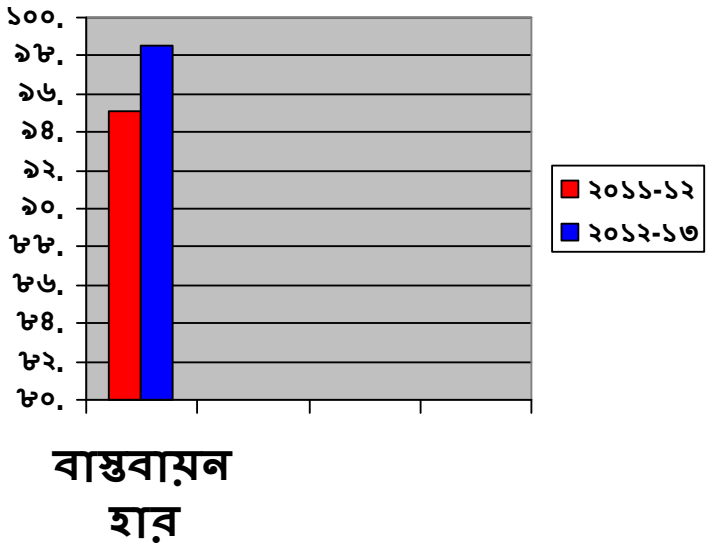

২০১২- ১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে রাজস্ব বরাদ্দের তুলনামূলক চার্ট
(মোট বরাদ্দ হাজার টাকায়)

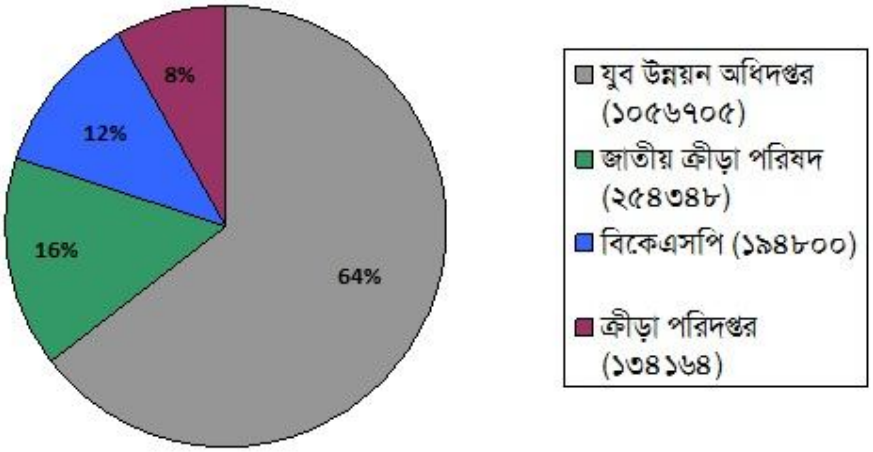

২০১২- ১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে উন্নয়ন বরাদ্দের তুলনামূলক চার্ট
(মোট বরাদ্দ হাজার টাকায়)

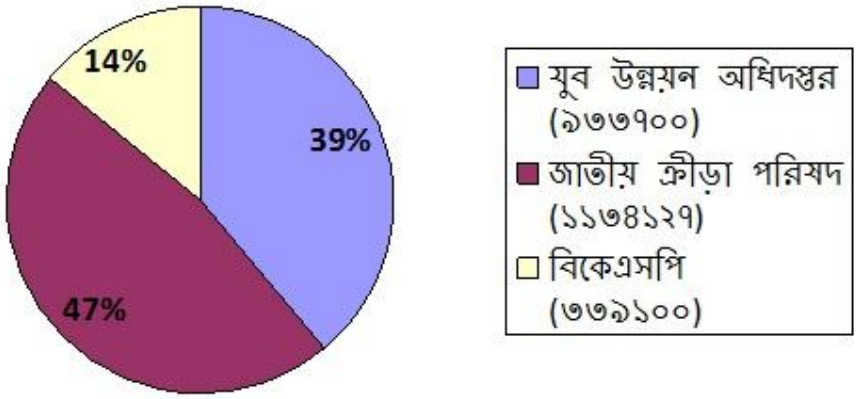

বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কার্যাদি এবং নিষ্পন্নকৃত কার্যাদি

১. প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার ৩ টি শাখা রয়েছে। যথা: প্রশাসন- ১, প্রশাসন- ২, সমন্বয় এবং বাজেট শাখা। শাখাসমূহের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

শাখার নাম: প্রশাসন - ১
অর্থবছর: ২০১২- ২০১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারিগণের নিয়োগ	-
০২	পদোন্নতি , টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান	১৭ (সতের) জন কর্মচারিকে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
০৩	শৃঙ্খলা ও আপিল বিষয়ক কার্যাদি।	-
০৪	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম ও কল্যাণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন	-
০৫	মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ, বি ও সি শ্রেণির সরকারি বাসা বরাদ্দকরণ	-
০৬	মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু	২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রবেশপত্র ইস্যু/নবায়ন করা হয়েছে।
০৭	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের অর্জিত ছুটির মঞ্জুরি	২জন কর্মকর্তা / কর্মচারির অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
০৮	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের শ্রান্তিবিনোদন ছুটিমঞ্জুরি	০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
০৯	জাতীয় সংসদদের কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ	জাতীয় সংসদের চাহিদা মোতাবেক কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
১০	মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অনুকূলে মটরকার, কম্পিউটার, গৃহনির্মাণ ও মটর সাইকেল অগ্রিমের মঞ্জুরি প্রদান	১৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
১১	স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	যথাযথভাবে স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১২	মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় স্টেশনারি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, মেরামত, বিতরণ ও অকেজো মালামাল অপসারণ	যথাযথভাবে কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
১৩	গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা	গ্রন্থাগার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১৪	পত্রগ্রহণ ও প্রেরণ	৯২৪টি পত্র গ্রহণ এবং ১৩৭৪টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ	বিধিবিধান অনুযায়ী আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৬	সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও আপ্যায়ন	যথাযথভাবে সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১৭	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের দপ্তরের দৈনিক পত্রিকা ও আপ্যায়নসহ আনুষঙ্গিক বিল	পত্রিকা ও আপ্যায়নবাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে।
১৮	প্রটোকল	প্রটোকল সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
১৯	উন্নয়ন এবং কমন সার্ভিস	কয়েকটি অফিস কক্ষ সংস্কার করা হয়েছে ।
২০	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে বৈদেশিক নিয়োগ	২০টি আবেদনপত্র অগ্রায়ন করা হয়েছে।
২১	মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২২	মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২৩	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত এবং ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যাদি মন্ত্রণালয় থেকে অপসারণ	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত করা ও ব্যবহারের অনুপযোগী আসবাবপত্র অপসারণ করা হয়েছে।
২৪	টেলিফোন, জ্বালানি ও আনুষঙ্গিক খাতসহ অন্যান্য ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ	গত ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরে টেলিফোন, জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসমূহে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা ব্যবহারের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২৫	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বিপরীতে মোট ৩.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২৬	বিবিধ	সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

শাখার নাম: প্রশাসন - ২
অর্থবছর: ২০১২- ২০১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে।
০২	জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যাবলি	নবম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অধিবেশনে মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য তারকা চিহ্নিত ও লিখিত প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংক্রান্ত কার্যাদি	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৩টি ও ৬ টি আবাসিক টেলিফোনের মঞ্জুংর প্রদান করা হয়েছে।
০৫	মন্ত্রণালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত/অকেজো আসবাবপত্র অপসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৪টি টেবিল ও ৫টি চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।
০৬	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পদোন্নতি/ টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদান	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংসহার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে দক্ষ, পরিশ্রমী ও মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোট ৫২ জনকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
০৭	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অনুকূলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে ৫টি স্থায়ী এবং ৮টি অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু করার জন্য স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
০৮	বিদেশ ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ৬ জন কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা হতে ৩ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
০৯	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও. জারিকরণ	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও. জারিকরণ,অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং সফরশেষে বর্ণিত অগ্রিম সমন্বয় করা হয়েছে।
১০	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংসহার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারিদেরকে দক্ষ, পরিশ্রমী ও মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোট ৫২ জনকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ১০ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
১১	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর /সংস্থার ১২ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১২	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

শাখার নাম: সমন্বয়
অর্থবছর: ২০১২- ২০১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বার্ষিক এবং মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ	বার্ষিক প্রতিবেদন- ১টি মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তথ্যাদি প্রেরণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তথ্যাদি প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের জন্যে তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের জন্যে তথ্যাদি/প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে যেমন- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠিপত্র বিনিময় ও প্রতিবেদন প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে চিঠিপএ ও প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা সংক্রান্ত ৪টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আইটি বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আইটি বিষয়ক ৪টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আইটি বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আইটি বিষয়ক তথ্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।
১২	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নামের তালিকা প্রেরণ।	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে (চাহিদা অনুযায়ী) নিয়মিত নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ‘একুশে পদক’- এর জন্যে নাম প্রস্তাব করা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ‘একুশে পদক’ বিষয়ে ‘শূন্য’ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে 'বেগম রোকেয়া পদক'- এর জন্যে নাম প্রস্তাব করা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে 'বেগম রোকেয়া পদক' বিষয়ে 'শূন্য' প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মহান 'স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে তথ্যাদি প্রেরণ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী মহান 'স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে তথ্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারসমূহ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারসমূহ যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়েছে।
১৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

শাখার নাম: বাজেট শাখা
অর্থবছর: ২০১২- ১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটসংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিএবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক হালনাগাদকরণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোয়ার্টার ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রনয়ন ও হালনাগাদকরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবসহাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অর্থ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৩	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনতক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
০৪	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুতকরণ ও ডেটা এন্ট্রি;	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের পর i BAS- এ ডেটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
০৫	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির ০৩(তিন)টি প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
০৭	আগামসংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Pr ocur ement Pl an)- সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Pr ocur ement Pl an)- সহ মমএণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপির জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
০৮	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন;	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/ কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা নিমিত্ত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
১০	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত দপ্তর/সংসহার বিভিন্ন কার্যালয়/প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১১	অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১২	পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	পুনঃউপযোজনসহ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য মমএণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংসহাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১৩	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব(প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;	যুব ও ক্রীড়া মমএণালয়াধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে খেলাধুলার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪	অর্থবরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি এ মমএণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মতিভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৫	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন;	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধনের নিমিত্ত নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।
১৭	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে।
১৮	যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৃথক অডিট শাখা নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয় সাধন;	এ মন্ত্রণালয়ে আলাদা অডিট শাখা নেই বিধায় বাজেট শাখা হইতে নিয়মিত ব্রডশিট জবাব, ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/ সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মাসিক সমন্বয় সভায় অডিট আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৯	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা হচ্ছে।
২০	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে (যদি থাকে) সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিররণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
২১	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।
২২	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
২৩	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ;	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংসহার তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৪	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষে Management Information System (MIS) স্থাপনের ব্যবসহা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৫	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উধর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন ।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উধর্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

শাখার নাম: হিসাব শাখা
অর্থবছর: ২০১২- ১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ	বাজেট প্রণয়নের পর বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব করে অব্যয়িত বরাদ্দ সমর্পণ করা হয়েছে।
০২	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা- কর্মচারিগণের বেতনভাতাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের মাসিক বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১২- ১৩ অর্থ বছর থেকে EFT এর মাধ্যমে বেতন- ভাতাদি পরিশোধের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
০৩	কর্মকর্তা- কর্মচারিগণের টিএ/ডিএ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	টিএ/ডিএ বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক পাশের পর চেক বিতরণ করা হয়েছে।
০৪	মন্ত্রণালয়ের সকল কোড হেডের বিপরীতে বিল তৈরি, হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা- ১ ও প্রশাসন শাখা- ২ এর জি.ও. অনুযায়ী বিভিন্ন হেডে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিল তৈরি করে প্রেরণ এবং হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে চেক আসার পর তা বিতরণ করা হয়েছে।
০৫	মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন বিলসমূহের যাবতীয় কাজ সমাধা করে চেক বিতরণ করা হয়েছে।
০৭	হিসাবরক্ষণ অফিস ও ব্যাংকের সাথে হিসাব সমন্বয়	হিসাবরক্ষণ অফিস ও ব্যাংকের সাথে বরাদ্দকৃত ব্যয়িত অর্থের হিসাব সমন্বয় করা হয়েছে।
০৮	হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক প্রদানকৃত চেক সংগ্রহ এবং চেক বিতরণ	হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক প্রদানকৃত সকল চেক বিতরণ করা হয়েছে।
০৯	কর্মকর্তা- কর্মচারিগণের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে।
১০	কর্মচারিদের বেতন, ভাতাদিসহ যাবতীয় বিলের বিপরীতে চেক প্রদান	চেক ইস্যুর কাজ সমাধা করা হয়েছে।
১১	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিল প্রক্রিয়াকরণ	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলের কাজ সমাধা হয়েছে।
১২	কর্মচারিগণের চাকুরিবহির হালনাগাদকরণ এবং ছুটির হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	চাকুরিবহি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং ছুটির হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়েছে।
১৩	ব্যাংকে জমাকৃত ক্যাশের হিসাব ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধকরণ	ব্যাংকে জমাকৃত ক্যাশ জমা ও উত্তোলনসহ বিভিন্ন হিসাব ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
১৪	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখার আর্থিক বিষয়ের নথিপত্রে মতামত প্রদান	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখা থেকে হিসাব শাখায় প্রেরণকৃত নথিতে আর্থিক বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।
১৫	হিসাব শাখায় সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ	হিসাব শাখায় সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

শাখার নাম: যুব- ১
অর্থবছর: ২০১২- ১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি	মন্তব্য
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের জন্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারিদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হলে ৬(ছয়) লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।	
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড/সমমানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি প্রক্রিয়াকরণ।	▪ ৫৪ জন কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ▪ ১২৬ জন কর্মকর্তার অনুকূলে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ▪ ২৮ জন কর্মকর্তার অনুকূলে বিভিন্ন কারণে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ▪ ০৬ জন কর্মকর্তাকে বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।	
০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা,২০১২ জারি করা হয়েছে।	
০৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের স্থায়ীকরণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ) থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৬২৩টি পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে।	
০৫	১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ) থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৯৪জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে।	
০৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সিলেকশন ও টাইমস্কেল প্রদান।	১০৪ জন সহকারী পরিচালকদেরকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।	
০৮	দক্ষতাসীমা অতিক্রমণ ।	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ৫৬ জন কর্মকর্তার দক্ষতাসীমা অতিক্রমণের আদেশ জারি করা হয়েছে।	
০৯	বেতনসমতাকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১২ জন কর্মকর্তার বেতনসমতাকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি	মন্তব্য
১০	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ০৭টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয় ।	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী সংরক্ষণের আদেশ জারি করা হয়েছে ।	
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের শৃঙ্খলা ও আপিল সংক্রান্ত বিষয়াদি	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১৫টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	
১৩	গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ	৩৫ জন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।	
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরকরণ	১০ জন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর করা হয়েছে।	
১৫	জাতীয় যুব দিবস, ২০১২ ও ২০১৩ উদযাপন বিষয়ক কার্যক্রম	০১ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে, এবং ২০১৩ সালেও জাতীয় যুব দিবস ০১ নভেম্বর উদযাপিত হবে মর্মে ধার্য আছে।	
১৬	রিজিওনাল ইয়ুথ ককাস ও ডেপুটি ককাস নিয়োগ	রিজিওনাল ইয়ুথ ককাস ও ডেপুটি ককাস নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	
১৭	বিদেশে যুব প্রতিনিধি প্রেরণ	৩টি যুব বিষয়ক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৮	জাতীয় যুব নীতি প্রক্রিয়াকরণ	-	জাতীয় যুবনীতি আপডেইট করার কার্যক্রম চলমান
১৯	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংক্রান্ত কার্যক্রম	-	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
২০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন স্কেল আপগ্রেড ও পদবি পরিবর্তন	-	

অধিশাখার নাম: যুব- ২
অর্থবছর: ২০১২- ১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পদসৃষ্টি ও পদ সংরক্ষণ	ক) ''অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় ৭টি পদ সৃজন; খ) ''কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ'' প্রকল্পের আওতায় ৯টি পদসৃজন; গ) ''পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ'' প্রকল্পের আওতায় ৭টি পদসৃজন।
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলি ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্যাবলি	**''ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন''** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ডেপুটি কো- অর্ডিনেটর- ৪, সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে- ১ জন কর্মকর্তা- কে বদলীর আদেশ জারী করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নীতি নির্ধারণ ও অর্থছাড়করণ	রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার অনুমোদন করা হয়েছে।
০৪	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থছাড় ও পরিচালনা	সমাপ্ত ৬ (ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪৫৭.২৩ লাখ (চার কোটি সাতান্ন লাখ তেইশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
০৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওসমূহের সাথে যৌথ সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি	ক. শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। খ. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও Social Development Foundation (SDF) সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
০৬	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক ও তর্দুদ্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুব/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ	পাইলট তথা ১ম পর্যায়ের ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও বরগুনা জেলায় চালু থাকার পাশাপাশি ২য় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের ৮টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে: ক. রংপুর জেলা: কাউনিয়া ও পীরগঞ্জ উপজেলা খ. গাইবান্ধা জেলা: ফুলছড়ি উপজেলা গ. নীলফামারী জেলা: ডিমলা উপজেলা ঘ. লালমনিরহাট জেলা: হাতিবান্ধা উপজেলা ঙ. দিনাজপুর জেলা: খানসামা উপজেলা চ. ঠাকুরগাঁও জেলা: হরিপুর উপজেলা ছ. পঞ্চগড় জেলা: সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৭	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২৭.০২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
০৮	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ তহবিল পরিচালনা	২৫.০৪.২০১৩ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষুদ্রঋণ তহবিল পরিচালনা করা হচ্ছে।
০৯	''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন'' শীর্ষক কর্মসূচি	এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৭৬.৮০ লাখ টাকা হতে পিপিএনবি মোতাবেক অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

শাখা: ক্রীড়া- ১
প্রতিবেদন বছর: ২০১২- ২০১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসর ভাতা প্রদানের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারিকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে দেশের ০৭টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে ৪৫৮ জনকে এক বছরে মোট চুয়ান্ন লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা অবসর ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
০২	বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে সরকারি আদেশ (জি.ও.) জারিকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে ৮৫ টি ক্রীড়া দল বিদেশ প্রেরণের সরকারি আদেশ (জি.ও.) জারি করা হয়েছে।
০৩	বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি আদেশ (জি.ও.) জারিকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১,১০,০০,০০০/- (এক কোটি দশ লাখ) টাকা অনুদানের সরকারি আদেশ (জি.ও.) জারি করা হয়েছে।
০৪	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের রাজস্বখাতে অর্থ বিমুক্তকরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ১৩,৬৮,৭৮,০০০/- (তের কোটি আটষট্টি লাখ আটাত্তর হাজার) টাকা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের রাজস্ব খাতে বিমুক্ত করা হয়েছে।
০৫	বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ বিষয়ক কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহে ক্রীড়া উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
০৬	জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুসম্পন্নকরণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
০৭	পত্রগ্রহণ ও প্রেরণ	২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ৭৪৯টি সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৮	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

অধিশাখা: ক্রীড়া- ২
প্রতিবেদনের অর্থবছর: ২০১২- ২০১৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	বিকেএসপি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান	নিম্নোক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে: ▪ ১ম শ্রেণি: ০৬ (ছয়) জন ▪ ২য় শ্রেণি: ০১ (এক) জন ▪ ৩য় শ্রেণি: ০৬ (ছয়) জন ▪ ৪র্থ শ্রেণি: ০৬ (ছয়) জন
০২	পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান	▪ ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ▪ ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
০৩	শৃঙ্খলা ও আপিল	০১ (এক) জন কর্মকর্তার মামলা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল- ১ এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০৪	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম	০১ (এক) জন পেনশন ভোগরত কর্মকর্তার মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর স্ত্রীর নামে পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।
০৫	শ্রান্তিবিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান	০৯ (নয়) জন কর্মকর্তাকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
০৬	বদলি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান	▪ ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। ▪ ১০ (দশ) জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
০৭	বিদেশ ভ্রমণের জন্য ছুটি প্রদান	২০(বিশ) জন কর্মকর্তা ও ৮০(আশি) জন ক্রীড়াবিদকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য ছুটি প্রদান করা হয়েছে।
০৮	বছরভিত্তিক পদ সংরক্ষণ	বিভিন্ন দপ্তরের মোট ৩৩৪ (তিনশো চৌত্রিশ)টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
০৯	ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড়করণ	ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
১০	বিকেএসপি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ও প্রশিক্ষণবাবদ অর্থ ছাড়করণ	১৯,৪৮,০০,০০০/- (ঊনিশ কোটি আটচলিশ লাখ) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
১১	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১২	মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকুরি হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধিকরণ	০১(এক) জন মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারির চাকুরি হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩	শারীরিক শিক্ষা কলেজের ছাত্র- ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।	১০২ (একশো দুই) জন ছাত্র- ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
১৪	কর্মকর্তা- কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ।	কর্মকর্তা- কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
১৫	নিয়োগবিধি সংশোধন	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৬	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা।	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে এবং নিজস্ব উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিশাখা: পরিকল্পনা
অর্থবছর: ২০১২- ২০১৩

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখা যুব ও ক্রীড়া সেক্টরের উন্নয়ন ও প্রকল্প/কর্মসূচিসংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। অধিশাখার আওতায় রয়েছে ৪টি শাখা। শাখাসমূহ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থছাড়, জনবল নিয়োগ এবং বাস্তবায়ন- পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদিসহ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের কার্যবণ্টন এবং ২০১২- ১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হলো।

পরিকল্পনা শাখা: ১

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	পরিকল্পনা শাখা- ৩ এর সাথে যৌথভাবে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক, দ্বি- বার্ষিক, ত্রি- বার্ষিক (MTBF) , পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন	২০১২- ১৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও সংশোধনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, প্রণীত প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট অংশের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যক্রম	২০১২- ১৩ সালের এডিপিভুক্ত যুব খাতের প্রকল্পের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান এবং উক্ত সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাসত্মবায়ন, অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আইএমইডি ও মন্ত্রণালয়) কর্তৃক করা হয়েছে।
০৫	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি- উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশান)	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি- উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশান) করা হয়েছে।
০৬	যুব উন্নয়ন সেক্টরের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) এর যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন	মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের বাসত্মবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা এবং এম আই, এস প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাসত্মবায়ন ও মনিটরিং কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
০৭	উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৮	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ToR প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ToR প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।
০৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাযোগ	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষে বৈদেশিক সহায়তা লাভের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থবরাদ্দ ও অবমুক্তকরণ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে মোট ৯৩৩৭.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল, এবং অবমুক্ত করা হয়েছিল ৯২৮৮.৮৭ লাখ টাকা (বরাদ্দের ৯৯.৪৮%) ।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার- সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার- সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির জন্যে মোট ৭৩.৮০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
১৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবলের পদসৃজন ও সংরক্ষণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহে ২৯টি পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৬	যুব সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষাশেষে ডিপিইসি সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনার জন্য প্রেরণ।	২টি প্রকল্পের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে।
১৭	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারিকরণ।	যুব সেক্টরে প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে কেউ বিদেশ গমন করেন নি।
১৮	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা: ২

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তাদান এবং উক্ত সংস্থার প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাসত্মবায়নের জন্য নির্ধারিত ৭টি প্রকল্প বাসত্মবায়নে সংশিস্নষ্ট সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
০২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভার কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদনের লক্ষে বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৩	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ডিপিইসি কমিটির সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	অননুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা ছাড়াও ক্রীড়া সেক্টরে এডিপি বহির্ভূত অননুমোদিত কতিপয় প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৬	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৭	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৮	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্তঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভা আহবান ও আনুষঙ্গিক কার্যকম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্তঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) করা হয়েছে, এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৯	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
১০	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজ।	গত অর্থবছরে কোনো কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) বাস্তবায়নাধীন ছিল না।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	২০১২-১৩ অর্থ বছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বরাদ্দ ছিল ১১৩৪১.২৭ লাখ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১১২১৯.২৭ লাখ টাকা (বরাদ্দের ৯৮.৯২%) ।
১৩	ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	১টি কর্মসূচি বাসত্মবায়ন করা হয়েছে এবং ৫টি কর্মসূচির অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
১৫	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয় নি।
১৬	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জি.ও. জারিকরণ।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জি.ও. জারি করা হয়েছে।
১৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্বপালন।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা: ৩

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	পরিকল্পনা- ১ শাখার সাথে যৌথভাবে বার্ষিক, ত্রি- বার্ষিক, পঞ্চ- বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।	বার্ষিকসহ বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০২	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষে প্রক্রিয়াকরণ এবং পিইসি/স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভাসংক্রামত্ম কার্যাবলি।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং পিইসি/স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভাসংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়মিত সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি- উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন)।	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি- উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ক্রীড়া সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদনের ব্যাপারে পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যাবলি লিপিবদ্ধকরণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদনের বিষয়ে যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
০৫	এনইসি/একনেক- এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এনইসি/একনেক- কে অবহিতকরণ।	এনইসি/একনেক- এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণপূর্বক এনইসি/একনেক- কে অবহিত করা হয়েছে।
০৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ও সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মমত্মব্য সুপারিশ বাসত্মবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/ কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/কর্মসুচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৮	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট ক্রয়সংক্রান্ত সার- সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংশিষ্ট ক্রয়সংক্রান্ত সার- সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ, কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১০	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়কৃত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নি।
১১	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট উন্নয়নপ্রকল্প/কর্মসূচিসমূহে পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংশিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের পদ সৃজন ও সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় নি।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জি.ও. জারিকরণ।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জিও জারি করা হয়েছে।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্বপালন।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা: ৪

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	ক্রীড়া পরিদপ্তরসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকররণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	২০১২-১৩ অর্থবছরে কোনো প্রকল্প গৃহীত হয় নি বিধায় এতৎসংক্রান্ত কোনো কাজ করার প্রয়োজন হয় নি।
০২	নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ।	২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রসত্মাব প্রণয়নের লক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে তথ্যসংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা' পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	এডিপি ও আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাসত্মবায়ন অগ্রগতিসংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।	২০১২-১৩ অর্থ কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
০৪	একনেক-এর বৈঠকে পর্যালোচনার নিমিত্ত আইএমইডি-এর নির্ধারিত ছকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।	২০১২-১৩ অর্থবছরে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
০৫	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাসত্মবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শিত হলে উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	২০১২-১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
০৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।	২০১২-১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
০৭	দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যাংকঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।	২০১২-১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
০৮	WID(Women in Development) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন তৈরি করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ	২০১২-১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো প্রকল্প গৃহীত হয়নি।
১০	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন না থাকায় এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জি.ও. জারিকরণ	ক্রীড়া পরিদপ্তরের কোনো প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন না থাকায় জি.ও. জারি করা হয় নি।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মকাণ্ড

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০১১ এর ৩নং আইনে বিলটি গত ৯ই মার্চ, ২০১১ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

২০১১- ২০১২ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৫.০০ কোটি টাকা সিড মানি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে এই ফাউন্ডেশনের তহবিলের পরিমাণ ৬,২০,৫০,০০০/- (ছয় কোটি বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার) টাকা যা স্থায়ী আমানত হিসেবে তফসিলি ব্যাংকে রাখা হয়েছে। এই টাকা হতে প্রাপ্ত মুনাফা দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে এককালীন অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ব্যাংকে রক্ষিত সিড মানি হতে প্রায় ৮৪.০০ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এই অর্থ দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে এককালীন আর্থিক অনুদান হিসাবে বিতরণের লক্ষে সারা দেশ হতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত সারা দেশ থেকে প্রাপ্ত ৭১৬ টি আবেদনপত্র প্রাথমিক যাচাই- বাছাইয়ের নিমিত্ত একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত বাছাই কমিটি প্রাথমিকভাবে ৫১৮টি আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। সুপারিশকৃত আবেদনপত্রের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ফাউন্ডেশনের বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হবে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে এককালীন আর্থিক অনুদান হিসাবে বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

যুব কল্যাণ তহবিল
২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের কার্যক্রম

লক্ষ ও উদ্দেশ্য

যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহার

যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা। এ অর্থ সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা আছে এবং বছরওয়ারি প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা নিয়মানুযায়ী যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান/যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি

এ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই- বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটি রয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত।

২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের কার্যক্রম

দেশের আত্মকর্মী যুব সংগঠনসমূহ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০১০- ২০১১ অর্থবছরে নির্বাচিত ৭৫৭টি যুব সংগঠনকে জাতীয় যুব দিবস ২০১২ উপলক্ষে ০১ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১, ১৯, ৯৫, ০০০ (এক কোটি উনিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার) টাকার অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১১- ২০১২ ও ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের সমন্বয়ে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে মোট ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকার প্রকল্প অনুদান প্রদানের লক্ষে অনুদানের বিজ্ঞপ্তি তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনুদানের বিজ্ঞপ্তি এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অনুদানের আবেদন ফরম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা কার্যালয়সহ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা প্রাথমিক যাচাই- বাছাই কমিটির মাধ্যমে যুব সংগঠনের ১৯৭৫টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনের মধ্যে সিলেকশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৯৮৪টি সংগঠনকে ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এ বছর জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য/ জেলা পরিষদ প্রশাসক/জেলা প্রশাসক (যে জেলায় যেভাবে প্রযোজ্য) এর মাধ্যমে নির্বাচিত ৯৮৪টি যুব সংগঠনের অনুদানের চেক বিতরণ চলমান রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "বয়স্ক ব্যক্তিরা ইতিহাস লেখেন, কিন্তু যুবসমাজ ইতিহাস তৈরি করে।'' যুবসমাজই একটি দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাই অপরিহার্য। উন্নয়নের রিলে রেসে যুবসমাজই বয়স্কদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। যুবসমাজ আত্মবিশ্বাসী, সৃজনশীল। তাঁদের আছে স্বপ্ন, আছে নতুনের প্রতি আসক্তি এবং সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা চঞ্চল কিন্তু বেগবান। যুবসমাজের আত্মপ্রত্যয় ও সৃষ্টিশীলতাকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে উন্নয়নের গতিপথ হয় সতেজ। যুবসমাজকে তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮- ৩৫ বছর বয়সীরা যুব হিসেবে গণ্য। এ বয়সের আওতায় পড়ে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক- তৃতীয়াংশ; যা আনুমানিক ৫ কোটি। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী এই যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৩ পর্যমত্ম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৫৯ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৬৫ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ০১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬২২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ০৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭১০ জন উপকারভোগীকে ১১৭০ কোটি ৩০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ঋণসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০১২-

২০১৩ সালে ১৯ হাজার ২৯৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৮৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যমত্ম। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা পর্যমত্ম আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেট

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ০৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৩ কোটি ৫০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (বরাদ্দের ৯৭.৯৪%)।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৯৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯১ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার টাকা (ছাড়কৃত অর্থের ৯৮.৭৬%)।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রম

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচি শুরু হয় কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় । এই পাইলট ও পরবর্তীতে ২য় পর্বের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ৩২০ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুই বছরের জন্যে অস্থায়ী নিযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা পাচ্ছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে ৩০১৭৪, ১০০৮২ ও ১৬৫৪৫ অর্থাৎ সর্বমোট ৫৬৮০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপনকারী যুবদের মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৫৬০৫৪ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ৭১২০ জনের মধ্যে ৭১০২ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন, থানা, কলেজ, স্কুল, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউপি পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের অন্যান্য জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

০২। পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি: গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে **"পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি"** নামে একটি কর্মসূচি দেশের ১০৭টি নির্ধারিত উপজেলায় চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মোট মূলধনের পরিমাণ ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা যা বর্তমানে সার্ভিস চার্জসহ ১১১ কোটি ৪৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের জুন ২০১৩ পর্যমত ৮,৯৫৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন ২০১৩ পর্যমত্ম ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৬২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫৪০ কোটি ০৬ লক্ষ ০৪ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৬%।

০৩। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি: যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদানের এই কর্মসূচি দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪৯৩ টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) পরিচালিত হচ্ছে। পোশাক তৈরি, বস্নক- বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্যচাষ, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপিস্নকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৩টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। কর্মসূচিটি চালু হওয়ার পর থেকে জুন ২০১৩ পর্যমত্ম ২৩ লাখ ১৮ হাজার ৬৭ জনকে এবং ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ২৩ হাজার ৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জুন ২০১৩ পর্যমত্ম ১৪ লাখ ৭৬ হাজার ১০৩ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। মোট মূলধনের পরিমাণ ১১৫ কোটি ৫৬ লাখ ৫৮ হাজার টাকা যা বর্তমানে সার্ভিস চার্জসহ ১৯৮ কোটি ৯৯ লাখ ৪১ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের জুন ২০১৩ পর্যমত

১০,৩৪০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৭০ কোটি ২৬ লাখ ৭৩ হাজার টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২ লাখ ৭৭ হাজার ৮৪৮ জনকে ৬৩০ কোটি ২৪ লাখ ৫৮ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%।

০৪। একুশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস- মুরগিপালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। এসব বিষয়ে দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, কৃষি বিষয়ক ৭টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ৭,৮৩৪ জন উক্ত বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষিত হয়েছে।

০৫। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাসত্মবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনারও আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১০৬২ জন কর্মকর্তা- কর্মচারি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

০৬। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র: মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ববিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণব্যবহার, স্বাস্থ্যপরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাসত্মবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা সদস্যদের ঋণব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শদানসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার লক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রগুলো উপজেলা পর্যায়ে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

০১। বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব): এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, এবং প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১ম পর্বে মার্চ/৯৩ থেকে জুন/৯৮ পর্যন্ত ৫১২৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জুলাই/৯৮ হতে জুন/২০০৬ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ থাকায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ এবং কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে (১৯৯৮- ২০০৬) মোট ৫৯,২০০ জন যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৯,২৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। থোক বরাদ্দের মাধ্যমে চালু থাকা এই প্রকল্পের অধীনে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ৮,৫৪২ জন প্রশিক্ষিত হয়েছে।

০২। ২৬টি নতুন যুব **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত)**: এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে আরো ২৬ টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৭- ২০০৬ মেয়াদকালে ১৭০ কোটি ১৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৬ টি স্থায়ী আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৩৬,১৮৫ জনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রায় মোট ৩৫,৪২৫ জন যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস- মুরগি পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । থোক বরাদ্দ থেকে ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ৫,৯৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

০৩। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত): এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এটি মূলত একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন, যুব সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে **"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র"** স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জনসহায়ক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্যবিনিময়, তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ১৯৯৮- ২০০৬ মেয়াদকালে এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭ কোটি ১০ লাখ ২৪ হাজার টাকা। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ- সুবিধায় সুসজ্জিত করার জন্য অতিরিক্ত ৩(তিন) একর জমি সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছে। থোক বরাদ্দ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৩,৬৪৩ জনকে এবং ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ৫৪২ জনকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৪। আঠারোটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (সমাপ্ত) (১ম পর্যায়ে - ৮টি কেন্দ্র)(১ম সংশোধিত)
এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০০৩- ২০০৭ মেয়াদে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৭৯.৮৫ লাখ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৫,৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০০৭ পর্যমত্ন ৩,৬৮৯ জন যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস- মুরগি পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । থোক বরাদ্দ দিয়ে চালু রাখা এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১,৩৫৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

০৫। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (সমাপ্ত ও ১ম সংশোধিত): এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রাসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে । প্রকল্প মেয়াদে (২০০৩- ২০০৮) মোট ৪,৪৮০ জন যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪,৭৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। থোক বরাদ্দের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

০৬। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ারকন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (সমাপ্ত): এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। ২০০৫- ২০১১ প্রকল্প মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত ছিল ৪২৮০.০০ লাখ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩৪,৯৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০১১ পর্যন্ত ৩৪,২৮৭ জন যুবক ও যুবমহিলাকে উক্ত তিনটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ২,৮৬৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

০৭। ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) প্রকল্প (সমাপ্ত): যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে গবাদিপশু ও মুরগির খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ, খামারের বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পারিবারিক, মাঝারি ও বড় আকারে মুরগি ও গরুর খামার স্থাপনের মাধ্যমে বায়োগ্যাসসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত যুবদের প্রশিক্ষণশেষে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি জাপান সরকারের জেডিসিএফ- এর আর্থিক সহায়তায় ২০০০.০০ লাখ টাকায় ২০০৬- ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চালু রাখা হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু- হাঁস- মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । ১৪৬৩৬.২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১৯- ১০- ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৮২৮৫.১৯ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণ ৮০%, ভূমি উন্নয়ন কাজ ২৮.৩০%, অফিসভবন নির্মাণ ৪৩.৩৫%, বাসভবন নির্মাণ ৩৫.২৩%, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ ১৯.২১% সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

০২। পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প:

দেশের সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে একই ভেন্যুতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টি কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর জেলা পর্যায়ে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত সকল অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ উপ- পরিচালকের কার্যালয় এই নবনির্মীত/নির্মীয়মাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে স্থানান্তর করা হবে। ১০৩৯৮.৭৯ লাখ টাকার প্রকল্পটি গত ১২- ১০- ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে

১১৪২৩.৮২ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ২৯টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন তিন তলা হতে পাঁচ তলায় উন্নীত করা হচ্ছে। এছাড়া, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও কর্মচারিদের বাসস্থানেরও উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ ৪০.৭২%, অফিসভবন নির্মাণ ৫৮.৬১%, বাসভবন নির্মাণ ৫৩.৮৯%, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ ৩৯.৭২% সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

০৩। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা সদরে ভাড়া বাড়িতে এবং স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারি, পঞ্চগড় ও নাটোর- এ ৭টি জেলার ৪৬টি উপজেলা ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাসত্মবায়িত হলে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে এবং ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । ৯৯৯৯.৪১ লাখ টাকার প্রকল্পটি গত ২৪- ০১- ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবনদক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ১,১১,৮৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মাঠ প্রশাসনের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২৩০টি মটর সাইকেল ২৩০টি উপজেলা অফিসকে প্রদান করা হয়েছে।

০৪। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প:

উত্তরবঙ্গের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারি, পঞ্চগড় ও নাটোর- এই ৭টি জেলার ২৩০০০ বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদেরকে গ্রুপে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে গাভিপালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং নার্সারি বিষয়ে ১০দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী গ্রুপের প্রত্যেক যুবক/যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২৫০০০.০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৬৩২৪.৫৭ লাখ টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পটি গত ১৪- ০২- ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে ৮,৯৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের জন্যে ৩২৭১ জনকে ৮১৭.৮৩ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

টি এ প্রকল্প(টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট)

০৫। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প:

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে এটি একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প। অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইতোপূর্বে কোন কম্পিউটার ছিল না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলায় কম্পিউটার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কম্পিউটারসমূহ ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের প্রায় ১২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যুব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষিত ও আত্মকর্মী যুব, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং যুবঋণ কর্মসূচির ডেটাবেইস তৈরির কাজ চলছে। অধিদপ্তরের প্রধান কর্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে । প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশ হতে ১০০০টি যুব সংগঠনকে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিজ নিজ এলাকার বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি যুব সংগঠনকে একটি করে কম্পিউটার এবং লাভজনক প্রকল্পের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ১০,০০০.০০ টাকা করে মূলধন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০০টি যুব সংগঠনের প্রতিটি হতে ২২ জন করে ২২০০০ জনকে ১০ দিন মেয়াদি এবং ১ জনকে ১ মাস মেয়াদি কম্পিউটার বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সংগঠনের নিজ নিজ এলাকার ৩৬০ জন করে যুবক ও যুবমহিলাকে বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক প্রথা, ইভ টিজিং, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, ধূমপান, জনসংখ্যা সমস্যা, নারী ও শিশু পাচার, এইচআইভি, এইডস ইত্যাদি বিষয়ে ২ দিন মেয়াদি সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ২,৩৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

০৬। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রানসাইজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ:

বাংলাদেশে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি শহরকেন্দ্রিক। তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলাদের ভ্রাম্যমাণ ইউনিটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সিওয়াইপিটেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আইসিটি সুবিধাসংবলিত ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ইন্টারনেটসহ কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের লক্ষ। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগের ৩৬টি উপজেলায় বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রথম চালু করা হয়েছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ২৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প:

০১। ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্বঃ গবাদিপশু ও উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি পরিবেশেরও উন্নয়ন ঘটবে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩৭৯৪.৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০২। অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নীতকরণ প্রকল্প: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনের দক্ষতাবৃদ্ধি, বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষে যানবাহন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৩১টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত এবং যেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর করা সম্ভব নয়, সেসব জেলায় উপ- পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের লক্ষে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ও জেলা কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, যানবাহন, আধুনিক সেলাই মেশিন, আসবাবপত্র সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় ১৮৮৮৭.৭৩ লাখ টাকা।

০৩। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ প্রকল্প: বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা বহুলাংশে জেলাশহরকেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলাদের অনেকেই তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্রের হার হ্রাসের লক্ষে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫০টি উপজেলাকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের ২৫০টি উপজেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৭৫,০০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে একদিকে দেশে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ হবে, অন্যদিকে এই দক্ষ জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭০৯৮.০২ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে।

০৪। ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন প্রকল্প: দেশে- বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৮,০০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২১২৫.১২ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

০৫। যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প: দক্ষ গাড়িচালক ও যানবাহন মেকানিক তৈরি করে মেকানিক ও গাড়িচালকদের দেশে- বিদেশে দক্ষ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষে এ প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬,৩০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা গাড়িচালনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮৪৭২.৫৩ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

০৬। বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প:

দেশে- বিদেশে প্লামিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, মেসনরি, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫৭,৬০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লামিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাসনরি এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০৩৩৭.৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় গ্রামীণ যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, পরিবার- কর্মক্ষেত্র- সমাজে দরিদ্র যুব ও কিশোর-কিশোরীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা দান এ প্রকল্পের লক্ষ। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১১০৯.৭৬ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর দি আন্ডারপ্রিভিলিজড্ (এসডিইউপি) এর যৌথ উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কটিয়াদি উপজেলার চান্দুপুর গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

০৮। সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর- কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় দরিদ্র যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, পরিবার- কর্মক্ষেত্র- সমাজে দরিদ্র যুব ও কিশোর-কিশোরীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১- ০৭- ২০১৩ থেকে ৩০- ০৬- ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৫১.৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি) যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন রূপগঞ্জ উপজেলার চুনপাড়া গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুব দিবস: দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। গত বছর ১৫ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। এ যাবত ৩০০ জন সফল যুবক ও যুব মহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুব দিবস: ১২ আগস্ট, ২০১১ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করা হয়েছে।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদান: যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। দেশের উন্নয়নে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষে তাদের তালিকাভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৫,৯১২টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৬৮টি যুব সংগঠনকে মোট ৫.০০ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

ছবি নং- ১

১ নভেম্বর ২০১২ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় যুব পুরস্কার গ্রহণ করছেন একজন সফল আত্মকর্মী যুবক।

ছবি নং- ২

নভেম্বর ২০১২ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আরো উপবিষ্ট আছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো:আহাদ আলী সরকার,সম্মানিত সচিব জনাব নূর মোহাম্মদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ,কে,এম মানজুরুল হক।

ছবি নং- ৩

ব্লক- বাটিক কোর্সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

ছবি নং- ৪

একজন সফল আত্মকর্মী যুবকের গরু মোটাতাজাকরণ খামার

ছবি নং- ৫

একজন সফল আত্মকর্মী যুবমহিলার সেলাই প্রকল্প

ছবি নং- ৬

কম্পিউটার কোর্সের প্রশিক্ষণরত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

ভূমিকাঃ ১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব- শাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। পরিষদ দেশে বিভিন্ন খেলা ও প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনকারী সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারি অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে। এসকল সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ক্রীড়া স্থাপনাসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা যাতে নিজ নিজ সংস্থার আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, সে লক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, ধানমণ্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তাজউদ্দীন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমণ্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়াপল্লী, ধানমণ্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবন তথা নবনির্মিত ২০ তলাবিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ছাড়াও কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে রয়েছে ৩৭জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। তাঁদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে আসছে।

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী:

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব- শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

সাধারণ পরিষদ:

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	৪৪টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি/প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	০৭টি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি	সদস্য
৮.	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য

১০.	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	আন্তঃ বোর্ড (শিক্ষাবোর্ড) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
১৫.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি / সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১২৮

<u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি:</u>

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব	সহ- সভাপতি
৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	সদস্য
৫.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন	সদস্য
৬.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন	সদস্য
৭.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এ্যামেচার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন	সদস্য
৮.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন	সদস্য
৯.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন	সদস্য
১০.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন	সদস্য
১১.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশন	সদস্য
১২.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন	সদস্য
১৩.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	সদস্য
১৬.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৭.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য

এ ছাড়াও, পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সাধারণ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহও বাস্তবায়ন করে থাকে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোট ১৮ জন

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলি:

ক) বাংলাদেশের ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয়করণ;

খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;

গ) বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিদেশে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) অধিভুক্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান;

ছ) দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

জ) ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহণের পর দুঃস্থ এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

ঝ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;

ঞ) ক্রীড়া সংস্থা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ট) ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবল

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারি		৩৯৩ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১৩২ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	৩১ জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১০৮ জন
দিনভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১৫ জন
চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা	-	০১ জন
সর্বমোট	**=**	**৬৮০ জন**

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারিভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে।

সারা দেশে খেলাধুলার সুবিধাবৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সরকারী সিদ্ধান্তানুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আনুমানিক আরও ১,০০০ (এক হাজার) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

৫। পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত'

ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরি, দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে ''ক্রীড়াজগত'' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ- দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের অংশ হয় উঠেছে। যে কোন তথ্য, ছবি ও রেকর্ডসের জন্য নির্ভরযোগ্য অবলম্বন 'ক্রীড়াজগত'। অতীতের অনেক খেলোয়াড় ও সংগঠক হয়তো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতেন। কিন্তু 'ক্রীড়াজগত' তাঁদের কৃতিত্ব, গৌরবগাথা ও স্মৃতিকে মুছে যেতে দেয়নি। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড 'ক্রীড়াজগত'- এর পাতায় পাতায় প্রতিফলিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে 'ক্রীড়াজগত' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সর্বোপরি, পাঠকনন্দিত পত্রিকা হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' সর্বমহলে নিজের আসন গড়ে নিয়েছে।

'ক্রীড়াজগত' প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

১। দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন।
২। চিত্ত- বিনোদনের অভাব পূরণ এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।
৩। দেশের কিশোর,তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা।
৪। দেশের খেলাধুলার প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানে গঠনমূলক আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান।
৫। 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ছবি ও রেকর্ডস সংরক্ষণ।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সেবামূলক খাত হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ।
৭। দেশের খেলোয়াড় ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টি।
৮। খেলাধুলার আইন- কানুন তুলে ধরা।
৯। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারে নীতিমালা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

৬। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান:

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এ যাবত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
২। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
৩। বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন
৪। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
৫। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন
৬। জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন - বাংলাদেশ
৭। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
৮। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
৯। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন
১০। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
১১। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন
১২। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন
১৩। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন
১৪। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন

১৫। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন
১৬। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন
১৭। বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন
১৮। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
১৯। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
২০। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা
২১। বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন
২২। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন
২৩। বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন
২৪। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন
২৫। বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন
২৬। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন
২৭। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন
২৮। বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন
২৯। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন
৩০। বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন
৩১। বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন
৩২। বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন
৩৩। বাংলাদেশ আর্চ্যারি ফেডারেশন
৩৪। বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন
৩৫। বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন
৩৬। বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন
৩৭। বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশন
৩৮। বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন
৩৯। বাঁশাআপ এসোসিয়েশন
৪০। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন
৪১। বাংলাদেশ বেসবল- সফটবল এসোসিয়েশন
৪২। বাংলাদেশ কিক বক্সিং এসোসিয়েশন
৪৩। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানডো এসোসিয়েশন
৪৪। প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।

৭। ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ:

১। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ- এর আওতায় বেশ কিছু ক্রীড়া স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে:**

ক) ক্রিকেট স্টেডিয়াম

১) শের- ই- বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা।
২) খান সাহের ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়নগঞ্জ।
৩) শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম (বগুড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম), বগুড়া।
৪) জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্রগ্রাম।
৫) শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়াম, রাজশাহী।
৬) শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, খুলনা।
৭) বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আঃ রউফ স্টেডিয়াম, সিলেট।

খ) ফুটবল স্টেডিয়াম

১) বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা।

২) বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, ঢাকা।

গ) জেলা স্টেডিয়াম

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় ইতঃপূর্বে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬২টি জেলায় জেলা স্টেডিয়াম ছিল। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় ২টি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ চলছে। এ দুটি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে দেশে ৬৪টি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

২। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত ২৬টি জিমন্যাসিয়াম:**

১) সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমনেসিয়াম, ধানমণ্ডি।
২) তাজউদ্দীন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়াম জিমনেসিয়াম, পল্টন।
৩) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন সংলগ্ন জিমনেসিয়াম।

ঢাকা বিভাগ

৪) ফরিদপুর জেলা সদর জিমনেসিয়াম,
৫) ময়মনসিংহ জেলা সদর জিমনেসিয়াম,
৬) জামালপুর জেলা সদর জিমনেসিয়াম,
৭)টাঙ্গাইল জেলা সদর জিমনেসিয়াম,
৮) নোয়াখালী জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

চট্টগ্রাম বিভাগ

৯) চট্টগ্রাম জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১০) কুমিল্লা জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১১) রাঙ্গামাটি জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১২) বান্দরবান জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১৩) খাগড়াছড়ি জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১৪) ফেনী জেলা সদর,

রাজশাহী বিভাগ

১৫) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমনেশিয়াম,

১৬) রাজশাহী জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১৭) দিনাজপুর জেলা সদর জিমনেশিয়াম

১৮) পাবনা জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

১৯) বগুড়া জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

২০) রংপুর জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

খুলনা বিভাগঃ

২১) খুলনা জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

২২) কষ্টিয়া জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

২৩) যশোর জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

বরিশাল বিভাগঃ

২৪) বরিশালজেলা সদর জিমনেশিয়াম,

২৫) পটুয়াখালী জেলা সদর জিমনেশিয়াম,

সিলেট বিভাগঃ

২৬) সিলেট জেলা সদর জিমনেশিয়াম।

৩। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত বিদ্যমান ১৪টি সুইমিংপুল**:

ঢাকা মহানগরীতে

১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স, মিরপুর।
২) সুইমিংপুল, সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি।
৩) আইভি রহমান সুইমিংপুল, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা

ঢাকার বাহিরে

৪) বরিশাল জেলা সুইমিংপুল
৫) যশোর জেলা সুইমিংপুল
৬) পাবনা জেলা সুইমিংপুল
৭) বগুড়া জেলা সুইমিংপুল
৮) বাজশাহী জেলা সুইমিংপুল
৯) ময়মনসিংহ জেলা সুইমিংপুল
১০) মুন্সিগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল
১১) চাঁদপুর জেলা সুইমিংপুল
১২) ফেনী জেলা সুইমিংপুল
১৩) সিলেট জেলা সুইমিংপুল
১৪) চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল।

৪। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত ৫টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স**:

১) সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
২) চটগ্রাম মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
৩) রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
৪) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
৫) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।

৫। **উপজেলা স্টেডিয়ামসমূহ**:

১) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম
২) নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলা স্টেডিয়াম
৩) বগুড়া জেলার শান্তাহার উপজেলা স্টেডিয়াম
৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম
৫) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং
৬) কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা স্টেডিয়াম।

৬।	**ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়ামসমূহ:**	১) মিরপুর ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম ২) রাজশাহী ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম ৩) বগুড়া ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম ৪) চট্রগ্রাম ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম ৫) খুলনা ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম ৬) সিলেট ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম
৭।	**কাবাডি স্টেডিয়াম ০১টি:**	১) পল্টন কাবাডি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৮।	**বক্সিং স্টেডিয়াম ০১টি:**	১) পল্টন মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৯।	**ভলিবল স্টেডিয়াম ০১টি:**	১) শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়াম।

৮। উন্নয়ন প্রকল্প (০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত):

(ক) অর্থবরাদ্দ ও ব্যয় (অংকে ও কথায়):

মোট প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প	এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ের এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট প্রকল্প ০৪ টি ও নতুন প্রকল্প ০২টি	১১৩.৪১২৭	১১১.৭২৩৭(৯৮.৫১%)	১১টি

(খ) প্রকল্পের অগ্রগতি:

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	উদ্ধোধনকৃত ও সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০২টি	-	-	**১.''গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিংপুল,জিমনেসিয়াম নির্মাণ,শেখ কামাল স্টেডিয়াম উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)'' প্রকল্প** (ক) গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিংপুল নির্মাণ,(খ) পুরাতন জেলা স্টেডিয়াম সংস্কার,(গ) শেখ কামাল স্টেডিয়ামের গ্যালারি,প্যাভিলিয়ন ভবন, মিডিয়া সেন্টার, জিমনেসিয়াম নির্মাণ এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর হোস্টেল বিল্ডিং ইত্যাদি। ২. ''২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম (চুয়াডঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা)নির্মাণ, ৪টি জেলা স্টেডিয়ামসমূহ (ময়মনসিয়হ,নাটোর,টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী)- এর অধিকতর উন্নয়ন''

			প্রকল্প(ক) চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ উন্নয়ন, গ্যালারি নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ; (খ) ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম- প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ; (গ) নাটোর জেলা স্টেডিয়াম- গ্যালারি নির্মাণ,খেলার মাঠ উন্নয়ন, ড্রেন, ইন্টারন্যাল রোড নির্মাণ; (ঘ) টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়াম গ্যালারি নির্মাণ ও খেলার মাঠ উন্নয়ন; (ঙ) ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম- খেলার মাঠ উন্নয়ন, (চ) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স- হোস্টেল বিল্ডিং উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ; (ছ) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স- সুইমিংপুল নির্মাণ, হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ।

৯। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে ২০১২- ১৩ অর্থবছরে অর্জিত আয়:

ক্রমিক নং	প্রাপ্তির খাত		প্রাপ্ত টাকা
১	গেট মানি ১৫%		**০.০০**
২	প্রচারসত্ত্ব ১০%		**০.০০**
৩	পরিষদের আওতাভুক্ত দোকান ভাড়া		৫,১২,৬৩,৭১৪.২৫
৪	এন.এস.সি.টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া		৬,০৭,৫৫,৭৪৮.২৫
৫	এন.এস.সি.টাওয়ারের জ্বালানি		২২,২৬,৫৪০.৬৬
৬	পরিষদের আওতাভুক্ত পুনর্বণ্টন/হস্তান্তর ফি		৩৩,৯৮,৬৩৮.০০
৭	ডোনেশন/সেলামি		০.০০
৮	বাথরুম ইজারা		১০,৬৮,৫০০.০০
৯	কারপার্ক ইজারা		২৮,৮৮,০০০.০০
১০	বিজ্ঞাপন		২,৭৭,২০০.০০
১১	'ক্রীড়াজগত' পত্রিকা বিক্রি		১,৮৫,১৪৭.০০
১২	'ক্রীড়াজগতে' বিজ্ঞাপন		৪,৫০,৫৩৫.০০
১৩	ঠিকাদার তালিকাভুক্তি নবায়ন ফি		১,৭৭,০৫০.০০
১৪	ঠিকাদার ফরম বিক্রি		৮০০.০০
১৫	দরপত্র বিক্রি		৫,৩০,০০০.০০
১৬	হলরুম/মাঠ/গাড়ি/হস্টেলসিট ভাড়া		৯৪,০৬,৯২৬.৮৮
১৭	উৎসে কর		১,০৮,৭১৭.০০
১৮	ভ্যাট		১৫,৫৮,০৫৮.০০
১৯	অগ্রিম সমন্বয়		২,৬৯,৯০৫.০০
২০	ঋণ অগ্রিম সমন্বয় (কর্মকর্তা, কর্মচারি)		৫৬,৩৮,৪৬৩.৭৬
২১	অকেজো মালামাল বিক্রি		২৬,৩০০.০০
২২	বিবিধ		২৬,২২,০২৫.৪০
		মোট আদায় =	১৪,২৮,৫২,২৬২.২০
২৩		বিদ্যুৎ বিল (+)	৩,২১,৫৭,৪৩৭.০০
		সর্বমোট আদায় =	১৭,৫০,০৫,৬৯৯.২০

১০। প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ২০১২- ১৩:

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচিতে ৭টি ইভেন্টের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ১ম পর্ব ও ২য় পর্বের প্রশিক্ষণ মেয়াদ এক মাস করে পরিচালিত হয়। এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ভলিবল, কাবাডি, দাবা, ব্যাডমিন্টন ও বধির (দাবা)- এই ৭টি ইভেন্টে ১ম পর্বের (জেলা পর্যায়) প্রতিটি ইভেন্টে ৫টি জেলা করে ৩৫টি ভেন্যুতে মোট ৬৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী, ৩৫ জন সহকারী প্রশিক্ষক, ৩৫ জন প্রধান প্রশিক্ষক, ৩৫ জন সমন্বয়কারীসহ মোট জনবল ৭৬৫ জন নিয়োজিত ছিলেন। এরপর ২য় পর্বের (কেন্দ্রীয় পর্যায়) উল্লিখিত ইভেন্টসমূহে ১ম পর্ব হতে বাছাইকৃত মোট ১৪০জন প্রশিক্ষাণার্থীসহ ৭জন সহকারী প্রশিক্ষক, ৭ জন প্রধান প্রশিক্ষক ও ৭জন সমন্বয়কারীসহ মোট ১৬১ জন অংশগ্রহণ করেন।

(১১) মানবসম্পদ উন্নয়ন:

<u>জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য</u>

১. ১১- ১৪জুলাই ২০১২- তে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ক্যারাম দল ০২টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে ৩য় স্থান অধিকার করে।

২. ১১আগষ্ট- ২০১২ তারিখ অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্দ্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার বিপক্ষে বাংলাদেশ অনুর্দ্ধ ১৯দল ২৫ রানে জয়লাভ করে।

৩. ১৭- ৩১ আগষ্ট- ২০১২ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড তায়কোয়ানডো হ্যানম্যাডার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জনাব মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে আলী ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

৪. ১৮- ২১ জুলাই ২০১২ তারিখ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি- ২০ ক্রিকেট ০৩ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করে ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং - এ ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

৫. ২৫ জুলাই,২০১২ তারিখ ১ম টি- ২০ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল নেদারল্যান্ডস এর বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

৬. আগষ্ট- ২০১২ অনুর্ধ্ব- ১৯ বিশ্বকাপ ৭ম স্থান নির্ধারণের জন্য পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব- ১৯ ক্রিকেট দল ০৫ উইকেটে জয়লাভ করে।

৭. ২৯ আগষ্ট- ২০১২ তারিখ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১ম মহিলা টি- ২০ ক্রিকেট ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ০৪ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

৮. ৩০আগস্ট- ২০১২ তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশিপ লীগে ১ম ম্যাচে হংকংকে ০৬- ০১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

৯. ৩১আগষ্ট- ২০১২ তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্টিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশিপ লীগে সিংগাপুরকে ২য় ম্যাচে ০৪ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয়লাভ করে।

১০. ০২সেপ্টম্বর- ২০১২তারিখ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশিপ লীগে শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ০৬- ০১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

১১. ০৬ সেপ্টেম্বর- ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিক ০১ দিনের ম্যাচে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ০২ উইকেটে হারিয়ে জয় লাভ করে।

১২. ০৮সেপ্টেম্বর- ২০১২ তারিখে মালয়েশিয়ার সেলাদরে গলফ মাস্টার্সে বাংলাদেশের গলফ খেলোয়াড় সিদ্দিকুর রহমান তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৩. ০৮সেপ্টম্বর- ২০১২ তারিখ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৪০তম বিশ্ব দাবা আলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দাবা দল ১০ম স্থান অধিকার করে।

১৪. ০৯ সেপ্টম্বর- ২০১২ তারিখ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্টিত সাফ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে ভুটানকে ০১ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল জয় লাভ করে।

১৫. ১০সেপ্টম্বর- ২০১২ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় টি- ২০ ক্রিকেট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দলকে ০৭ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

১৬. ১৫সেপ্টম্বর- ২০১৩ তারিখ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত টি- ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রস্তুতি ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ০৫ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

১৭. ২৯ জানুয়ারি হতে ০৫ফেব্রেয়ারি- ২০১৩ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়াংচ্যাং- এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওযার্ল্ড উইন্টার গেমস ফ্লোর হকি খেলায় বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়া দল ২- ০ গোলে কানাডাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৮. ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ওয়ার্ল্ড হকি লীগে শক্তিশালী চীনকে ৩- ২ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

১৯ ২১ ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ হকি লীগের ২য় রাউন্ডে ওমানকে ৪- ১ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

২০. ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হকি লীগের ২য় রাউন্ডে ফিজিকে ৮- ৪ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ হকি দল।

২১. ০৫- ১০ মার্চ- ২০১৩ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনুর্ধ্ব ১৪ মহিলা রিজিওনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

২২. ১৭- ২০ ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় ফজিলাতুন্নেছা মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় ১১টি স্বর্ণ,২৮টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে বাংলাদেশ ২য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

২৩. ২৮ ফেব্রুয়ারি হতে ০২ এপ্রিল- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল শ্রীলংকার বিরুদ্ধে ১টি টেস্ট ম্যাচ ড্র এবং ৩টি ১ দিনের ম্যাচে ১টিতে জয় লাভ করে।

২৪. ০৪- ০৭এপ্রিল- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব- ১৬ এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হকি দল বানার্স- আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৫. ১৭ এপ্রিল হতে ১২মে- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত ২য় টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়েকে ১৪৩ রানে হারিয়ে জয় লাভ করে, ৩টি একদিনের ম্যাচের ২য় ম্যাচে ২১২ রানে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে বাংলাদেশ দল জয়লাভ করে এবং ২টি টি- ২০ ম্যাচের ২য় ম্যাচে ৩৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ জয়লাভ করে।

২৬. ০৯- ১২মে- ২০১৩ তারিখ পর্যমত ভারতের হরিয়ানার পঞ্চকোলায় অনুষ্ঠিত ১৯তম অল ইন্ডিয়ায় চৌধুরী রায় রনবীর সিং হুদা অনুর্ধ্ব- ১৭ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৭. ২৭- ২৯ মে- ২০১৩ পর্যমত নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত নেপাল ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ কারাতে দল ০১টি স্বর্ণ,০৭টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

২৮. ০৪- ১১ জুন- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ভারতের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ১৭তম ডুপ্লিকেট পেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সিনিয়র ব্রিজ দল রানার্স আপ হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্রিজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করে।

জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

১. ০৭- ১০মে- ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিটিসিএল আন্তর্জাতিক গলফ খেলায় সিদ্দিকুর রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. সেপ্টম্বর ২০১২ তারিখ দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দল- এর সাথে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল টি- ২০ ক্রিকেট ম্যাচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ০৭ নভেম্বব- ২০১২ তারিখ হতে ১০ ডিসেম্বর- ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট তলে ০২টি টেষ্ট,০৫টি ওয়ান- ডে এবং ১টি টি- ২০ ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ১০- ১৪ নভেম্বর- ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ফোকাল পয়েন্ট আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ- ২০১২ গ্রুপ- ৫ অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ০৬- ১০ ডিসেম্বর- ২০১২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা ও কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ০৬- ১১ডিসেম্বর- ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ ওপেন আন্তর্জাতিক রেটিং মহিলা দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ২১- ২২ডিসেম্বর- ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৪১তম বিজয় দিবস ফ্রেন্ডশীপ আন্তর্জাতিক রোলবল চ্যাম্পিয়নশীপ- ২০১২বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ১১- ২২জানুয়ারী- ২০১৩ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ১৭- ২০ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা- ২০১৩ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ০৭- ১৬মে- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১১. ২১- ২৫মে- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত AFC Womens Asian Cup-২০১৪(Qualifiers) ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ১১- ১৯ জুন- ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১৬তম আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি নং ৭

১১- ১৪ জুলাই বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক চ্যাম্পিয়নশিপে ৩য় স্থান অর্জনকারী বাংলাদেশ ক্যারাম দলের সাথে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: আহাদ আলী সরকার, এমপি

ছবি নং ৮

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের T- 20 বিজয়

ছবি নং- ৯

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের বিজয়োল্লাস

ছবি নং- ১০

ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিরোপা জয়

ছবি নং ১১

৩য় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের (পুরুষ- মহিলা) দ্বিতীয় স্থান লাভ

ছবি নং ১২

মালয়েশিয়ার সেলদরে গলফ মাস্টার্স টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সিদ্দিকুর রহমানের ৩য় স্থান অর্জন

বিকেএসপি

পটভূমি

বিশ্বের সকল মানুষের কাছে খেলাধুলার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। একটি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার পেছনে যে ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে, তা' হচেছ ক্রীড়া। ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রচার মাধ্যমে প্রাধান্য - সবই এর সত্যতা প্রমাণ করে। ক্রীড়ার এই গুরুত্বের কারণে প্রত্যেকটি দেশই নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচেছ। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর হয়ে ওঠায় বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়লাভ ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পরিমণ্ডলে সুনাম বৃদ্ধির লক্ষে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়ানুরাগীরা ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের প্রয়াসে একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেখানকার দক্ষ প্রশিক্ষকেরা এগিয়ে নিয়ে যাবে সারাদেশের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডকে। একই সাথে যেখানে সমন্বয় ঘটবে দেশের সম্ভাবনাময় ক্রীড়া প্রতিভা, সেরা ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও আধুনিকতম ক্রীড়া সুবিধাদির, এবং বিকশিত হবে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ক্রীড়াপ্রতিভা। যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে মাতৃভূমিকে সারা বিশ্বের সামনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ স্পোর্টস (বিআইএস) একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃ নামকরণ হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থান

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর- কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপি'র অবস্থান। রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে প্রায় ০২ ঘণ্টা সময়ের পথ ধরে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাদেশ

১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের' আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশের আওতায় একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে।

পরিচালনা পর্ষদ

ক)	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)		চেয়ারম্যান
খ)	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
গ)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)		সদস্য
ঘ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
ঙ)	চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডিজ অব ক্যাডেট কলেজেস (পদাধিকার বলে)		সদস্য
চ)	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পদাধিকার বলে)		সদস্য
ছ)	চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (পদাধিকার বলে)	-	সদস্য
জ)	মহাপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে)		সদস্য
ঝ)	মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (পদাধিকার বলে)		সদস্য
ঞ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পদাধিকার বলে)		সদস্য- সচিব

উদ্দেশ্য

ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্ত করা।

চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সহজাত প্রতিভাদেরকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

ক) দেশের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং সেই সাথে তাদেরকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

খ) দেশে দক্ষ কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) দেশে বিদ্যমান কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধি করা।

ঘ) আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঙ) কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;

চ) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

ছ) ক্রীড়া বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী, বুলেটিন ও সমসাময়িক তথ্যসংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

জ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের স্বার্থে সহায়ক সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ)। মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপি'র বর্তমান জনবল

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
ক	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা- কর্মচারি	২৫৩
খ	বিকেএসপি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিনাজপুরে রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারি	৩৫
গ	বিকেএসপি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনায় রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারি	১৩২
ঘ	দৈনিক সম্মানীভিত্তিক কর্মকর্তা	৪৪
ঙ	দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারি	১৪৬
চ	বিদেশি প্রশিক্ষক	০১
ছ	বিকেএসপি'র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষক ও কর্মচারি	৩৩

ক্রীড়া বিভাগ

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ	ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ক)	আর্চ্যারি	ঞ)	কারাতে
খ)	এ্যাথলেটিক্স	ট)	শ্যুটিং
গ)	বাস্কেটবল	ঠ)	সাঁতার
ঘ)	বক্সিং	ড)	টেবিল টেনিস
ঙ)	ক্রিকেট	ণ)	তায়কোয়ান্ডো
চ)	ফুটবল	ত)	টেনিস
ছ)	জিমন্যাস্টিক্স	থ)	উশো
জ)	হকি	দ)	ভলিবল
ঝ)	জুডো		

ছাত্র সংখ্যা

বিকেএসপিতে ক্রীড়াশৈলী অর্জনের সাথে সাথে ৭ম শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেয়া হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা বছর ২০০০ হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিকেএসপি'র (০৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ) ১৭টি ক্রীড়া বিভাগে বর্তমানে ১০৮ জন ছাত্রীসহ ৬৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। শুধুমাত্র টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, বক্সিং এবং সাঁতারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। যেহেতু টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, বক্সিং ও সাঁতারে টপ পারফরম্যান্স লেভেল অল্প বয়সে অর্জিত হয়, তাই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বিকেএসপিতে ক্রীড়া ও শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রীড়া শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম	একাদশ	দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	চতুর্দশ	পঞ্চদশ	মোট
আর্চারি	০	০	০	০৩	০১	০৩	০৫	০৫	০৪	০	০	০	২১
এ্যাথলেটিক্স	০	০	০১	০৬	০২	০৪	০৫	০৭	০৫	০	০	০	৩০
বাস্কেটবল	০	০	০	০২	০৭	১০	০৫	০১	০৩	০	০	০	২৮
বক্সিং	০	০৪	০২	০০	০৩	০৩	০৬	০	০	০	০	০	১৮
ক্রিকেট	০	০১	০	৩২	১৩	৩২	১৫	২১	১৪	১৬	১২	১২	১৬৮
ফুটবল	০	০	০	৪১	২৯	২৬	১৩	১১	০৪	০৪	০১	০	১২৯
জিমন্যাস্টিক্স	০৩	০৩	০৫	০৬	০১	০৩	০১	০৭	০	০	০	০	২৯
হকি	০	০	০	১৫	১৮	১১	০৬	০৩	০৪	০	০	০	৫৭
জুডো	০	০	০২	০৪	০২	০৪	০৩	০২	০১	০	০	০	১৮
কারাতে	০	০	০২	০৬	০৮	০	০	০	০	০	০	০	১৬
শ্যুটিং	০	০	০	০৭	০৫	০৪	০৫	০৪	০২	০	০১	০	২৮
সাঁতার	০৭	০৯	০৩	০৬	০৫	০৭	০৫	০	০১	০	০	০	৪৩
টেবিল টেনিস	০	০	০৩	১১	১৬	০	০	০	০	০	০	০	৩০
তায়কোয়ান্ডো	০	০	০২	০৩	০৯	০	০	০	০	০	০	০	১৪
টেনিস	০	০	০৪	০৩	০৬	০৪	০	০৪	০৩	০	০	০	২৪
উশো	০	০	০১	০৭	০৬	০	০	০	০	০	০	০	১৪
ভলিবল	০	০	০	০	১১	০৯	০	০	০	০	০	০	২০
সর্বমোট	১০	১৭	২৫	১৫২	১৪২	১২০	৬৯	৬৫	৪১	২০	১৪	১২	৬৮৭

২০১২- ২০১৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি'র সাফল্য

ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম	স্থান	সন	ফলাফল
আর্চ্যারি	উত্তরা ব্যাংক ৫ম জাতীয় আর্চারি প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০৬,রৌপ্য- ০৩,ব্রোঞ্জ- ০২ (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	বিজয় দিবস আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০৯,রৌপ্য- ০৩,ব্রোঞ্জ- ০১ (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	১ম এশিয়ান আর্চারি গ্রান্ড প্রিক্স	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	২০১৩	দলগত ৯ম সহান
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	রৌপ্য ০৫টি, তাম্র ০২টি
এ্যাথলেটিক্স	৩৭তম জাতীয় ওয়ালটন এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০১, রৌপ্য- ০৬, ব্রোঞ্জ- ০২
	২৮তম জাতীয় বয়সভিত্তিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ১৮, রৌপ্য- ০৭, ব্রোঞ্জ- ০৩ (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	১৪তম ওয়ার্ল্ড ইনডোর এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	তুরস্ক	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় এ্যাথলেটিক্স দলের পক্ষে ০২ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	এশিয়ান জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	শ্রীলংকা	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় এ্যাথলেটিক্স দলের পক্ষে ০২ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	ওয়ার্ল্ড জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	স্পেন	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় এ্যাথলেটিক্স দলের পক্ষে ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ ০৬টি, রৌপ্য ০৫টি, তাম্র ০২টি
	২৯তম জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	২০টি স্বর্ণ, ০৯টি রৌপ্য, ০৪টি তাম্র
	২০তম এশিয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ	পুনে, ভারত	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় এ্যাথলেটিক্স দলের পক্ষে ০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
বাস্কেটবল	ফিবা অনুর্ধ্ব ১৮ বাস্কেটবল ডিমল এশিয়া জোন কোয়ালিফাইং রাউন্ড	নয়াদিলিস্ন, ভারত	২০১২	রানার্স আপ
	আইএসডি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	অনুষ্ঠিত রাও জায় সিং বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট	চন্দ্রীগড়, ভারত	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	অংশগ্রহণ
	বাংলাদেশ জাতীয় দলে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন	-	-	০২ জন
	অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় দলে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন	-	-	০৪ জন

বক্সিং	২য় শহীদ বেনজির ভুট্টো বক্সিং প্রতিযোগিতা	পাকিস্তান	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় বক্সিং দলের পক্ষে ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	বিকেএসপি কাপ বক্সিং প্রতিযোগিতা	বিকেএসপি, ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০৬ (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা (জুনিয়র, ইন্টা. সিনিয়র)	ঢাকা	২০১২	০৯টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	মেয়র কাপ বক্সিং প্রতিযোগিতা	রাজশাহী	২০১২	০৩টি স্বর্ণ, ০২টি রৌপ্য (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ- ০১টি
ক্রিকেট	জাতীয় অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	নড়াইল, সাতক্ষীরা	২০১২	রানার্স আপ
	বিকেএসপি কাপ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	বিকেএসপি, ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	এশিয়া কাপ	-	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	বিপিএল	ঢাকা	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	অস্ট্রেলিয়া সফর	অস্ট্রেলিয়া	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় অনুর্দ্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের পক্ষে ০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	আয়ারল্যান্ড সফর	আয়ারল্যান্ড	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় প্রমিলা ক্রিকেট দলের পক্ষে ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	বাংলাদেশ প্রমিলা ক্রিকেট অনুশীলন ক্যাম্প	বিসিবি, ঢাকা	২০১২	০৩ জন প্রমিলা ক্রিকেট প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	টি-২০ অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	ভারত	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	ইয়াং টাইগার্স অনুর্ধ্ব ১৪ জাতীয় ক্রিকেট	ঢাকা	২০১৩	রানার্স আপ
	ভি এইচ আর অনুর্ধ্ব ১৯ অল ইন্ডিয়া টুর্নামেন্ট	ভারত	২০১৩	রানার্স আপ
	চৌধুরী রনবির সিং (হাডা) প্রতিযোগিতা (অনুর্ধ্ব ১৭)	চন্ডিগড়, ভারত	২০১৩	চ্যাম্পিয়ন
	অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	চ্যাম্পিয়ন
ফুটবল	বিকেএসপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট	বিকেএসপি, ঢাকা	২০১২	রানার্স আপ
	এটিএন বাংলা গোল্ডকাপ ফুটবল	দিনাজপুর	২০১২	সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ
	৮ম বাংলাদেশ গেমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ(অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন)
	স্বাধীনতা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ
	খুলনা জেলা ৩য় বিভাগ ফুটবল	খুলনা	২০১৩	কোয়ালিফাইং রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন

জিমন্যাষ্টিক্স	৪র্থ সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০১, রৌপ্য- ০২, ব্রোঞ্জ- ০৪ (দলগত রানার আপ)
	বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ- ০৮, রৌপ্য- ০৯, ব্রোঞ্জ- ০৬ (দলগত রানার্স আপ)
	বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ- ০৩, ব্রোঞ্জ- ০৩
	৩২তম জাতীয় সিনিয়র জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ- ০৩, রৌপ্য- ০৪, ব্রোঞ্জ- ০৩
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ ০৩টি, রৌপ্য ০৮টি, ব্রোঞ্জ ০৪টি
হকি	বিকেএসপি কাপ হকি টুর্নামেন্ট	বিকেএসপি, ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	এইচএফ কাপ কোয়ালিফাইং	থাইল্যান্ড	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের পক্ষে প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	২৩তম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন
	জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	৩য় স্থান
	বজয় দিবস হকি	ঢাকা	২০১২	রানার্স আপ
	অনুর্ধ্ব১৬ বালক এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতা	সিঙ্গাপুর	২০১৩	রানার্স আপ (আগামী বছর চীনের নানজিং- এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব হকি অলিম্পিক গেইমস- এ অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে)
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	ব্রোঞ্জ
জুডো	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ ০৩টি, রৌপ্য ০৩টি, তাম্র ০৫টি
শ্যুটিং	আন্তঃ ক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ন- ০৩, ব্রোঞ্জ- ০১ (দলগত রানার্স আপ)
	আইএফআইসি ব্যাংক লি. ৫ম জাতীয় এয়ারগান শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ০৪টি, রৌপ্য- ০১টি, ব্রোঞ্জ- ০৪টি (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ০১টি, রৌপ্য ০১টি, ব্রোঞ্জ ০১টি
সাঁতার	৩য় সেন্টমার্টিন চ্যানেল দূরপাল্লার সাঁতার	সেন্টমার্টিন	২০১২	স্বর্ণ- ০২, রৌপ্য- ০২
	২৮তম জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ৭২, রোপ্য- ৫৭, ব্রোঞ্জ- ২৬ ও ২৯টি নতুন জাতীয় রেকর্ড (দলগত চ্যাম্পিয়ন)।
	কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত দূরপাল্লার সাঁতার	কুষ্টিয়া	২০১২	পুরুষ গ্রুপে ১টি স্বর্ণ, ০১টি ব্রোঞ্জ
	সিটিসেল ২৬তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	স্বর্ণ- ১০টি, রৌপ্য- ১২টি ও ব্রোঞ্জ- ১৬টি (দলগত রানার্স আপ)
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ ০৯টি, রৌপ্য ০৮টি, ব্রোঞ্জ ১৫টি এবং ০২টি নতুন জাতীয় রেকর্ড

টেনিস	রানার গ্রুপ বিজয় দিবস টেনিস টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন (জুনিয়র গ্রুপ, বালক ও বালিকা) রানার্স আপ (সিনিয়র গ্রুপ বালিকা বিভাগ)
	জুনিয়র ডেভিস কাপ	মালয়েশিয়া	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় টেনিস দলের পক্ষে ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	আমন্ত্রণমূলক টেনিস প্রতিযোগিতা	ত্রিপুরা, ভারত	২০১২	সেমিফাইনালে উন্নীত
	মালেয়েশিয়া সফর	মালেয়েশিয়া	২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় টেনিস দলের পক্ষে ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ এবং প্রতিযোগিতায় দলগত রানার্স আপ
	স্যামসং জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	দলগত রানার্স আপ
	এটিএফ অনুর্ধ্ব ১৪ এশিয়ান সিরিজ টেনিস টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	বালিকা একক চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ বালিকা দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ বালক একক সেমিফাইনালিস্ট, বালক দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন
	বিজয় দিবস টেনিস টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	মহিলা (দ্বৈত) চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স- আপ, মহিলা (একক) রানার্স আপ মিক্স ডাবল- রানার্স আপ
	ভিয়েতনাম সফর	ভিয়েতনাম	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় টেনিস দলের পক্ষে ০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	অনুর্ধ্ব ১৬ জুনিয়র ডেভিস কাপ	মালয়েশিয়া	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় টেনিস দলের পক্ষে ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ০১টি, রৌপ্য০১টি, ব্রোঞ্জ০৩টি
উশো	৪র্থ জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১২	০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য, ০১টি ব্রোঞ্জ
	৮ম বাংলাদেশ গেইমস	ঢাকা	২০১৩	স্বর্ণ ০২টি, রৌপ্য ০৫টি, ব্রোঞ্জ ০৪টি
টেবিল টেনিস	লোটো উন্মুক্ত টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১২	০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য, ০১টি ব্রোঞ্জ
	বায়েজিদ স্টিল ফেডারেশন কাপ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা- ২০১২	ঢাকা	২০১২	চ্যাম্পিয়ন- ০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ
তায়কোয়ানডো	ট্রাস্ট ব্যাংক ১২তম সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা	২০১২	০২টি স্বর্ণ, ০৪টি রৌপ্য, ০৫টি ব্রোঞ্জ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ২০১২- ২০১৩ সালের ডিপ্লোমা- ইন- স্পোর্টস সায়েন্স কোর্স

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
০১।	এক্সারসাইজ ফিজিওলজি	০৭
০২।	সায়েন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং	০৬
০৩।	স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স	০৩
	মোট =	১৬

২০১২- ২০১৩ সালের ডিপ্লোমা- ইন- কোচিং কোর্স

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
০১।	এ্যাথলেটিক্স	০৬
	মোট =	০৬

২০১২- ২০১৩ আর্থিক সালে এডিপিতে গৃহীত প্রকল্প:

ক) বিকেএসপি'র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টার্ফসহ বেইলম্যান হ্যাঙ্গার নির্মাণ।

গ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন।

ছবি নং- ১৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: আহাদ আলী সরকার, এমপি।

ছবি নং- ১৪

অগ্রণী ব্যাংক ২৩ তম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতা ২০১২ চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দলের সাথে
মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি।

ছবি নং- ১৫

বিকেএসপি'র আর্চারি মাঠে প্রশিক্ষণরত আর্চারির প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ছবি নং- ১৬

বিকেএসপিতে প্রশিক্ষণরত তায়কোয়ান্ডো প্রশিক্ষণার্থীদের একটি ফাইটিং দৃশ্য

ক্রীড়া পরিদপ্তর

ভূমিকা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু- কিশোর ও যুবদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশ, ক্রীড়ার মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবসমূহে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তর ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে সফলতার সাথে ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সমঝোতা স্মারকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রীড়া পরিদপ্তর কাজ করছে।

শিশু- কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়াপ্রতিভা নিরূপণ, ক্রীড়াক্ষেত্রে তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ এবং আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বার্ষিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ক্রীড়া পরিদপ্তর তার প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি অনুযায়ী দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে ক্রীড়া পরিদপ্তর খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা,স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য বার্ষিক

ক্রীড়াসূচিতে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

২। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মুখ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১। বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসমূহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্রীড়ার ব্যাপক সম্প্রসারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২। বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রীড়ানৈপুণ্য বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ।

৩। জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার কর্তৃক স্ব স্ব এলাকার ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৪। দেশের স্কুল- কলেজের ছাত্র/ছাত্রী তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার পরিপূর্ণ উন্মেষ সাধন। ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার এবং এ লক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করা।

৫। গ্রাম হতে জেলা পর্যন্ত যাবতীয় যুব ক্রীড়া ক্লাবসমূহের সংগঠন পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকি ।

৬। জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় করা।

৭। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। দেশের শিশু, কিশোর ও যুব সংগঠনসমূহের বার্ষিক ক্রীড়া কার্যক্রমে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান।

৯। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু কিশোর ও যুব সমাবেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা।

১০। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের অধীনস্থ যে সব উন্নয়ন প্রকল্প স্পোর্টস পরিদপ্তরের দায়িত্বে দেয়া হবে, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

৩। <u>জনবলঃ</u>

ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪২৫জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি যার মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১৮ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি । ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের প্রতিটিতে একজন প্রথম শ্রেণির জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ও দুই জন কর্মচারিসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা /কর্মচারি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২১১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংস্থান রয়েছে।

৪। ক্রীড়াসামগ্রী

ক্রীড়া পরিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্রীড়া ক্লাবে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণের লক্ষে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে তিন কোটি টাকা ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়খাতে বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী পিপিআর অনুসরণপূর্বক ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করা হয়। উক্ত ক্রীড়াসামগ্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের (সুপারিশসহ) ভিত্তিতে বিতরণের কার্যক্রম চলছে।

৫। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু- কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষসাধনের লক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে নানামুখি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে যুবনেতৃত্ব সৃষ্টি, ক্রীড়াক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলায় ক্রীড়ার ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ৪টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা, ১২টি ক্রীড়াক্ষেত্রে যুবনেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ, ৫৪টি ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১২- ২০১৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী সারাদেশে ফুটবলে ৬৩টি, ক্রিকেটে ৬৩টি, হকিতে ১১টি, ভলিবলে ৬১টি ও হ্যান্ডবলে ৫৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। একইভাবে প্রতিযোগিতার কর্মসূচি মোতাবেক সারাদেশে কাবাডিতে ৬২টি, দাবাতে ৬০টি, সাঁতারে ৫৯টি, ব্যাডমিন্টনে ০৩টি, ভলিবলে ০১টি, হ্যান্ডবলে ০৫টি, ফুটবল ০১টি, ক্রিকেট ০১টি, অ্যাথলেটিক্সে ৬৪টি এবং ১২৮টি গ্রামীণ ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন ও সংগঠনের বিষয়ে যুবনেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ৭৬৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও দেশের শিশু- কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাদেশে ৩৪৫৬টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ২০১২- ২০১৩ বছরে সব মিলিয়ে ৪৯২৮টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণে ৭৬৮০জন, প্রতিযোগিতায় ২৪৫০০ জন, ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ২৩০৪০০জনসহ সর্বমোট ২৬২৫৮০জন ছেলেমেয়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১২- ২০১৩ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের মধ্য হতে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের এ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জাতীয় ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপিতে প্রেরণ করা হবে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের তথ্য উপজেলা পর্যায় হতে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে এই সকল ক্রীড়াবিদদেরকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা, বিভাগ, ফেডারেশন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপি উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে নিতে পারবে।

২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে প্রতিটি জেলার কর্মসূচিতে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার দিন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রচলিত গ্রামীণ খেলাও অনুষ্ঠিত হয়। ফলে আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাগুলো আবার প্রাণ ফিরে পায় এবং অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে, এবং ঐ দিনটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্রীড়া উৎসবে পরিণত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১২-১৩ অনুযায়ী বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

wel q	cÖwk¶‡Yi msL¨v	cÖwZ‡hvwMZvi msL¨v	µxov †¶‡Î hye ‡bZZ.mÿvi cÖwk¶Y	µxov wel‡q DØy KiY Kvh©µg	MvgxY µxovi gva¨‡g µxov Drme	me‡gvU
dzUej	63	1	189			
wµ‡KU	63	1	189			
nwK	11	00	33			
fwjej	61	01	183			
n¨vÛej	58	05	174			
`vev	00	60	00			
KvevwW	00	62	00			
muZvi	00	59	00			
e¨vWwgÛb	00	03	00			
A¨v_‡jwUKm	00	64	00			
MvgxY µxov	00	128	00			
†gvU	256	384	768	3456	64	4928

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রি লাভ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক, প্রভাষক ও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরিপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা লাভ করছে। এর ফলে দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ছবি নং- ১৭

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১২- ১৩ এর আওতায় নাটোর জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: আহাদ আলী সরকার, এমপি।

ছবি নং- ১৮

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১২- ১৩ এর আওতায় ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজিত নবাবগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ক্রীড়া (কানামাছি) প্রতিযোগিতার দৃশ্য

ছবি নং- ১৯

জেলা ক্রীড়া অফিস, ঢাকা আয়োজিত কেরানিগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী মেয়েদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা

ছবি নং- ২০

ঝালকাঠি সদরে দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরা।